মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ ৫ জন আটক

মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায় উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ ৫ জনকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে খোরশেদ আলমের দায়েরকৃত চাঁদাবাজি মামলায় আসামীদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের (সাবেক) সভাপতি মহাজনপুর গ্রামের আ:সাত্তারের ছেলে হেলাল উদ্দীন লাভলু, বিশ্বনাথপুর গ্রামের আইয়ুব আলী ছেলে আব্দুস সালাম, একই গ্রামের মৃত মকছেদ মন্ডলের ছেলে বাহালুল ইসলাম, দারিয়াপুর গ্রামের মৃত আমিন উদ্দিনের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম এবং কোমরপুর গ্রামের আলিহিম মন্ডলের ছেলে আজিজুল হক ভটু।

ভুক্তভোগী খোরশেদ আলম ২৭ জনের নাম উল্লেখসহ আরো অজ্ঞাতনামা ২০-২৫ জনকে আসামি করে ২ তারিখ বুধবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গোপালপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের বামনপাড়া বাজারে রফিক কার ওয়াশ ও ভলকানাইজিং ওয়ার্কসপ ছিল। টাকার প্রয়োজনে ওয়ার্কসপটি গত এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে খোরশেদ আলম বামন পাড়া গ্রামের মৃত মোকসেদ মির এর ছেলে মারুর নিকট ১৮ লাখ টাকায় বিক্রি করে। এই বিষয়টি আসামিগণ জানতে পেরে গত এপ্রিল মাসে ৩০ তারিখ আনুমাসিক রাত আটটার দিকে মামলায় উল্লেখিত আসামিগণ সহ আরো ২০-২৫ জন অজ্ঞাতনামা লোক বিভিন্ন দেশিও অস্ত্র ও অবৈধ আগ্নেয় অস্ত্র সহ খোরশেদ আলমের বাড়িতে ঢুকে তাকে ঘিরেধরে হত্যার হুমকি দিয়ে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। প্রাণ ভয়ে খরশেদ আলম ঘরে থাকা ৫ লক্ষ টাকা আসামিদের দিয়ে দেয়। ৫ লক্ষ্য টাকা পেয়ে আসামিগণ এক সপ্তাহের মধ্যে বাকি ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ না করলে তাকে খুন করা হবে বলে হুমকি প্রদান করে চলে আসে। সেই সময় ঘটনার বিষয়ে খোরশেদ আলম মুজিবনগর থানায় এটি অভিযোগ দায়ের করতে

গেলে থানা কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত কারণে অভিযোগটি গ্রহণ করেনি। একথা জানতে পেরে পুনরায় আসামিগণ খোরশেদ আলম কে হত্যার হুমকি দিলে তিনি প্রান ভয়ে আদালতেও মামলা করেনি। বর্তমানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ার কারণে ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এই মামলা দায়ের করেন বলে তিনি প্রতিবেদক কে জানান।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম জানান, খোরশেদ আলমের দায়েরকিত মামলায় অভিযান চালিয়ে এজাহার ভুক্ত আসামীদের গ্রেফতার করে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতার করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সাবেক এমপি খোকন ও সাবেক ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকারের নামে চাঁদাবাজি মামলা

পাঁচ লাখ টাকা চাঁদার দাবী ছিলো গাংনী থানার তৎকালিন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার, সাবেক এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনসহ অন্যান্য আসামিদের। ভিকটিম এসব আসামিদের হাতে ২ লাখ টাকা চাঁদা দিয়েও মুক্তি পাননি। ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকার দাবিকৃত ৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ভিকটিমকে শারীরিকভাবে নির্যাতনসহ ক্রস ফায়ারের হুমকি ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে চালান দেন কোর্টে।

ঘটনার পাঁচ বছর পর গাংনী পৌরসভার চৌাগাছা গ্রামের ভিকটিম মনিরুজ্জামান(৪৪) বাদী হয়ে বিজ্ঞ আমলী আদালত, গাংনীর বিচার জাহিদুর রহমানের আদালতে ২১ জনকে আসামি করে ধারা ৩৬৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/১১৪/৫০৬(২০) পিসি একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলায় অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হক, এসআই বখতিয়ার, এসআই ইসরাফিল হক এসআই নারদ কুমার, এএসআই শরীফুল ইসলাম, এএসআই রেদওয়ানুল হক, ডিএসবির কনস্টেবল বজলুর রহমান, চৌকিদার মো: শামীম, গাংনী উপজেলা

যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা আইতাল হক, আব্দুর রশিদ, গাংনী শহরের আব্দুল খালেক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌগাছা গ্রামের মজিরুল ইসলাম মিয়া, নিশিপুর গ্রামের আব্দুল কাদের, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকার রাজনুল হক, শিমুলতলা গ্রামের আকছেদ আলী, কাজিপুর গ্রামের মো:স্বপন আলী, মো: ঝন্টু, ও মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ।

বাদী মনিরুজ্জামানের মামলার এজাহােও জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪ টার সময় বাদি গাংনী উপজেলা শহরের আব্দুল মালেক ফল ভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসময় আসামি চৌকিদার মো: শামীম আমাকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ নেতা মোশাররফ হোসেনের অফিসে যায়। আমি সেখানে পৌছানো মাত্রই ১২ থেকে ২১ নং আসামিরা আমাকে চড় থাপ্পর মারতে থাকেন। এসময় তারা বলেন ৫ লাখ টাকা চেয়েছিলাম। এখনো পরিশোধ করিসনে কেনো। পরে আমার পরিবারের লোকজনকে ৯ নং আসামি ডিএসবি কনেস্টবল বজলুর রহমান আমার বাড়িতে খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন ১ লাখ টাকা নিয়ে মোশাররফ হোসেনের অফিসে আসেন। এসময় তিনি আরও টাকা দাবি করেন। তাদের দাবিকৃত টাকা দিতে না পারায় থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে গাংনী থানার এস আই আব্দুল হকের নেতৃত্বে ৬/৭ জন পুলিশ এসে আমাকে আটক করে থানায় নেন। পরে তৎকালিন ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকারের অফিস কক্ষে আমাকে চোখ বেঁধে ও পিচ মোড়া করে হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে মারপিট করতে থাকে।

এসময় ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন ৫ লাখ টাকা না দিলে আজ রাতেই তোকে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করবো। এক পর্যায়ে চোখ বেঁধে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে মাঠে নিয়ে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখায়। এক পর্যায়ে অকথ্য নির্যাতনের ফলে রাত আনুমানিক ১ টার দিকে আমার খালার কাছ থেকে ও মায়ের স্বর্ণালংকার বিক্রির দুই লাখ টাকা দিই। তারপরেও আমাকে না ছেড়ে দিয়ে বাকি দুই লাখ টাকা না পেয়ে আমাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের মিথ্যা ঘটনা সাজায়। পরে একটা সার্টারগান ও বিস্ফোরক আইনে অন্য দুটি মিথ্যা মামলা দিয়ে পরের দিন আদালতে প্রেরণ করেন। মামলাগুলো এখন আদালতে বিচারাধীন। এসব মিথ্যা মামলার ফলে আমার শারীরিক ও মানষিক ক্ষতি হয়েছে। এতোদিন পরিস্থিতি অনুকুলে না থাকায় মামলা করার সাহষ পাইনি।

মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, বিজ্ঞ বিচারক আমাদের আরজি শুনে খুশি হয়ে গাংনী থানা পুলিশকে মামলাটি নথিভ’ক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আমরা আদালতে

কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতিসহ দুজনের নামে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলজার হোসেন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমানের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনীর আমলি আদালতে আরজান আলী বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বাদি আরজান আলী আসামি বজলুর রহমানের ভাই।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১৮ সালে আসামিরা বাদীর কাছ থেকে ২লাখ টাকা চাঁদা দাবী কে। চাঁদা না দিলে রাজনৈতিক বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেবার হুমকি প্রদান করে। বাদি চাঁদার টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে যোগসাজস করে গাংনী থানায় মামলা বাদিকে ৩১ নম্বও আসামি করে ওই সময় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বও জি আর নং ২৯০/১৮। মামলার পর পুলিশ বাদিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। ওই সময় বাদির পরিবারকে নানা হুমকি দিয়ে আসামিরা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা আদায় করে। পরে জামিনের নামে বাদির ছেলে বিপ্লবের কাছে থেকে আরও ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে আসামিরা। এখানেই শেষ নয়। মামলা নিষ্পত্তি করে দেওয়ার নাম করে পুনরায় আর এক লাখ টাকা আদায় করে আসামিরা।

বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে সুবিচারের আশায় বাদি ঘটনার চার বছর পর এ মামলা দায়ের করেন।

মেহেরপুরের কথিত সাংবাদিক আতাউরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুরের কথিত সাংবাদিক, আত্মস্বীকৃত বঙ্গবন্ধুর গবেষক আতাউর রহমানসহ দুজনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আপর আসামি হলেন রফিকুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের ডায়মন্ড অটোমেটিক রাইস মিলের ম্যানেজার মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। যার মামলা নং ৫১৪/২০২৩, ধারা ৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩৮৫/৩৮০/৫০৬ প্যানাল কোড। মামলাটি আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেসন (পিবিআই) কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, মামলার ২নং আসামি আতাউর রহমান একজন মুখোশধারি সাংবাদিক। ১ নং আসামির প্রত্যক্ষ মদদে ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের ব্যবহারে আসামিদ্বয় দীর্ঘদিন যাবৎ বাদির নিকট থেকে ১৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছেন। চাঁদা না দিলে আসামিরা বাদির প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধণ করবে। এছাড়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিবে। বাদি তাদের এই হুমকিতে পাত্তা না দিলে বিগত ৯ জুলাই বিকাল ৫টার দিকে দেশীয় অস্ত্রসহ রাইসমিলে প্রবেশ করে। পরে ম্যানেজারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মারধর করে ১ নং আসামি রফিকুল ইসলাম ক্যাশ বাক্সে থাকা নগদ ৩ লাখ ৮২ হাজার ৭২০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ২ নং আসামি আতাউর রহমান অস্ত্র ধরে প্রকাশ্যে ১২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এসময় বাদি অপারগতা প্রকাশ করলে আসামিরা মিলের গেটে তালা লাগিয়ে দেন এবং মিল বন্ধ করার ঘোষণা দেন। পরে বাদি ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ গিয়ে মিলের তালা খুলে দেন। পুলিশ আসার আগেই তারা পালিয়ে যায় বলে উল্লেখ করেছেন মামলার বাদি মোস্তাফিজুর রহমান।

স্থানীয়রা জানান, কথিত সাংবাদিক আতাউর রহমান নিজেকে বিভিন্ন অখ্যাত ও নাম সর্বস্ব পত্রিকা ও অনলাইনের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থাকেন। নিজেকে কখনো কখনো বঙ্গবন্ধুর গবেষক পরিচয় দিয়ে থাকেন।

[redacted]

[redacted]

সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিক জনির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজীর মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা

এশিয়ান টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা

জারি করেছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে পরোয়ানা তামিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেআরও কোর্ট ইন্সপেক্টর গোলাম মোহাম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। যার মামলা নং জিআর ১০৩/২১ ইং।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালি ও ফতেপুরের মাঝে মরাগাং খনন কাজ করার সময় দুই পাড়ের মাটি স্থানীয় মেম্বর মিলন হোসেন বিক্রি করছিলেন। এঘটনায় সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজে লাইভ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিলন হোসেন মেম্বর তার কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ফতেপুর গ্রামের আক্কাছ আলীর ছেলে তাবিরুল ইসলাম ওরফে তাবু সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী মারপিট ও সরকারি কাজে বাধা দানের অভিযোগ এনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন।সদর থানার মামলা নং ১৯, তারিখ ২০/০৪/২০২১ ইং, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩৮৫/৫০৬/৩৪ দ:বিধি।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করেন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক আব্দুল্লাহ আলম মামুন এজাহার নামীয় ১ নং আসামি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে পেনাল কোড ৩২৩/৩৮৫/৫০৬ ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ৩১/০৮/২০২১ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন। কিন্তু এজাহার নামীয় অপর ৬ আসামি মহসিন আলী, মফিজুল ইসলাম, ইসরাফিল হোসেন, লাল্টু মিয়া, আরিফুল ইসলাম ও মো: সাইদুর রহমানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন।

পুলিশ এজাহার নামীয় ৬ জনকে বাদ দিয়ে চার্জশীট দেওয়ায় বাদী তবিবর রহমান তবি নারাজি আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে কুষ্টিয়া পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে বিগত ৯/১২/২০২১ তারিখে পিবিআই মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনস্টিগেশন (পিবিআই) এর উপপরিদর্শক (এসআই) বলরাম বিশ্বাস মিজানুর রহমান জনিকে অভিযুক্ত করে গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।